ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor (RJIF): 8.4
IJAR 2024; 10(1): 84-91
www.allresearchjournal.com
Received: 25-10-2023
Accepted: 26-11-2023

ড. মোনালিসা ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপিকা,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ত্রিবেনীদেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান

Corresponding Author:
ড. মোনালিসা ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপিকা,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ত্রিবেনীদেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান

লোকপাল বিল ও আইন: অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা

ড. মোনালিসা ভট্টাচার্য্য

DOI: https://dx.doi.org/10.22271/allresearch.2024.v10.i1b.11480

সারাংশ
দুর্নীতি সমগ্র বিশ্বকে জর্জরিত করে রেখেছে এবং তাদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্বের জনসমাজ । এটি লক্ষ্য করা গেছে যে দুর্নীতির সর্বব্যাপী উপস্থিতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শুধু সামাজিক ক্ষেত্রকেই নয় এবং দেশের অর্থনীতি ও জনগণের সুস্থ জীবনযাপনের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে দুর্নীতি ও তৎপ্রসূত অপশাসন বারবার দেশের উন্নয়নকে বাধাপ্রাপ্ত ও দুর্বল করে তুলেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে জনজীবনে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি 1960 এর দশকের শুরু থেকে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন 1966 সালে লোকপাল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের সুপারিশ করেছিল। তারপর থেকে, 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 এবং 2001 সালে সংসদে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লোকপাল আইন চালু করা হয়েছিল। আন্না হাজারের নেতৃত্বে আন্দোলন 2011 সালে ভারত সরকারকে 'লোকপাল' আইন প্রবর্তনের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে বাধ্য করেছিল। অবশেষে, লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন 2013, পাশ হয়। বিলটি 1লা জানুয়ারী 2014-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হয়েছিল এবং একই দিনে লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন, 2013 (এর নং 01) হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 2014। আইনটি 16ই জানুয়ারী, 2014 এ কার্যকর হয়েছিল এবং এটির বিজ্ঞপ্তির পর থেকে 2016 সালে একবার সংশোধন করা হয়েছে। দুর্নীতি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে যদিও এর সাফল্য খুবই সীমিত। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে ভারতের দুর্নীতিবিরোধী কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য এবং লোকাপালের কাজ ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শব্দ সূচকঃ স্বচ্ছ প্রশাসন, দুর্নীতি রোধ, লোকপাল বিল, লোকপাল আইন, লোকায়ুক্ত।

ভূমিকা
সরকারী মহলে এবং রাজনৈতিক স্তরে কোনও দুর্নীতির সংক্রান্ত বিষয় সামনে আসলে অনিবার্যভাবে আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বহুপ্রচলিত এই বাক্যটি -'power corrupts; absolute power corrupts absolutely'. এই বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে ক্ষমতা ও দুর্নীতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। এই দুর্নীতি কেবলমাত্র রাজনীতির ও অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রশাসনেও দুর্নীতি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে স্বাধীনোত্তর সময়কাল থেকেই। একনায়কতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও সামরিক শাসন দুর্নীতিপূর্ণ মেনে নেওয়া হলেও, গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের আসল চেহারা যখন বাস্তবের মুখোশ খুলে একের পর দুর্নীতি বেরিয়ে

আসে, তখন গণতন্ত্রের মহান উচ্চ আদর্শগুলি লজ্জায় মাথা নত করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের প্রশাসনের গুরুত্ব যেমন বর্ধিত হয়েছিল তেমনি দুর্নীতিও মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। Maheshwari-র মতে, এই কারনেই ১৯৬৪ সালে, "Lal Bahadur Shastri, the then home minister, announced the appointment of a committee under the chairmanship of K. Santhanam to go into the cause of corruption to study the existing organization and set-up of vigilance units in the ministers and the departments of the government and to suggest measures to make them more effective..."

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের ও সচিবদের বিরুদ্ধে আনা নানা রকম দুর্নীতিমূলক অভিযোগগুলির পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য 'লোকপাল' -এর মত একটি ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় আমাদের দেশে প্রায় দু-দশক আগে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, পশ্চিম ইউরোপ ও সমাজতান্ত্রিক বহুদেশে এই ধরণের নজরদারী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান । লোকপাল বিলটিকে উত্থাপন করার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল 'লোকপাল' নামক একটি স্বাধীন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান দেশের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে, দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির বিধান করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে এই বিলটি মহিলা সংরক্ষণ বিলটির মত বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংসদে যেসব বিলকে কেন্দ্র করে অর্থের অপচয়, সময়ের অপচয়, দীর্ঘ টালবাহানা হয়েছে লোকপাল বিল তার মধ্যে অন্যতম। জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা এবং প্রশাসনের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে জনগণ ২০১১ সালে যে ভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ২০১৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লোকপাল বিল সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে তা ২০১৪ সালে আইনে পরিণত করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সম্ভবনা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

লোকপাল বিলের আবির্ভাব

১৮০৯ সালে স্যুইডেনে 'অম্বুডসম্যন' (Ombudsman) নামক একজন তদন্তকারী আধিকারিক নিয়োগের প্রথা চালু করা হয়। স্যুইডেনের উদাহরণ অনুসরণ করে ডেনমার্ক ১৯৫৫ সালে 'অম্বুডসম্যন' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। সুইডিস 'Ombud' শব্দটির অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি অপর একজন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। প্রশাসনিক কাজে সম্ভাব্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্যই এই পদটি গড়ে তোলা হয়।

ভারতেও বহুদিন ধরে L.M. Singhvi, M.C. Shitalbad প্রমুখ আইনজ্ঞ ও 'অম্বুডসম্যন' ধাঁচের একটি শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবী জানিয়ে আসছিলেন। ভারতবর্ষে ১৯৬০ সালের সূচনা থেকেই ক্রমবধমান দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান বা পরীক্ষার জন্য সঠিক পথনির্দেশ করতে অনেক কমিটি জন্মলাভ করেছিল। ১৯৬৩ সালে 'রাজস্থান প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি' এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করলেও সংসদের একটি বিশেষ আলোচক গোষ্ঠী (consultative group) গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংসদে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে এই বিষয়টি বারেবারে উত্থাপিত হলেও ১৯৬৬ সালের ২০শে অক্টোবর কেন্দ্রে একজন 'লোকপাল' এবং রাজ্যগুলির প্রতিটিতে একজন করে 'লোকাযুক্ত' নিয়োগ করার সুপারিশ কমিশন জানায়। ১৯৬৮ সালের ৫ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সচিবদের দুর্নীতি ও কু-প্রশাসনের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট একজন "লোকপাল নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

আইনসভা অম্বুডসম্যন' আধিকারিকদের নিয়োগের দায়িত্ব পায় এবং অম্বুডসম্যনকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা দেওয়া উচিত বলেও মত প্রকাশ করা হয়। কখনও দায়ের করা রিপোর্টের ভিত্তিতে, কখনও নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালিয়ে আইনসভার কাছে রিপোর্ট পেশ করতেন। তবে শুধু সুইডেনেই নয়, এরপর ফিনল্যান্ড (১৯১৯), ডেনমার্ক (১৯৫৫) ও নরওয়েতে (১৯৬২) অম্বুডসম্যন' চালু হয়। ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি ছাড়াও অন্য বহুদেশে যেমন নিউজিল্যান্ড (১৯৬২), কানাডার বিভিন্ন রাজ্য (আলবের্তা, নিউ ব্রানসউইক, কুইবেক, অন্টারিও ইত্যাদি) ও আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য (হাওয়াই, নেব্রাস্কা, আইওয়া, আলাস্কা প্রভৃতি) এবং ব্রিটেন (১৯৬৭) তেও "পার্লামেন্টারি কমিশনার' নামে অম্বুডসম্যন' এর মত একটি পদ আছে। তবে তিনি শুধুমাত্র আইনসভার কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের

ভিত্তিতে তদন্ত করতে পারেন। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর দোষী জনপ্রশাসকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতও 'অম্বুডসম্যন' এর আছে। ডেনমার্কের ক্ষেত্রে 'অম্বুডসম্যন' শুধু শাস্তির সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে করতে পারেন। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংবাদ গণমাধ্যমগুলিতে যেভাবে ব্যাপক প্রচার হয় তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয় এবং তদন্তকারী আধিকারীকদের শক্তি ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এই লোকপাল পদটি 'অম্বুডসম্যন'- এরই ভারতীয় সংস্করণ, যদিও লোকপালের ক্ষমতা অনেকটাই বেশী।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনতে 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন' (Administrative Reform Commission)- এর সুপারিশ মেনে কেন্দ্র স্তরে লোকপাল এবং রাজ্যগুলিতে 'লোকায়ুক্ত' নিয়োগের ব্যাবস্থা হয়েছিল। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের মতে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত হল ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেন্টারী কমিশনারের মত,যা জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য বিদ্যামান আছে। তাই এই প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাড়াতাড়ি 'লোকপাল' বিলটির খসড়া প্রস্তুত করে ফেলা হয়। চতুর্থ লোকসভার মেয়াদকালে ১৯৬৮ সালের ৯ই মে (৫১নং বিল) লোকসভাতে উত্থাপিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২০শে আগস্ট বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয় এবং বিবেচনার জন্য রাজ্যসভাতে পাঠানো হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে রাজ্যসভায় বিলটি পাস হবার আগেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয় এবং বিলটির মাঝপথেই অকালমৃত্যু ঘটে।

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল একটি নতুন আকারে বিলটি পুনরায় লোকসভাতে উত্থাপন করা হয়েছিল, সেটা ছিল ১৯৭১ সালের ৩নং বিল, যে কোন কারনেই বিলটি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংসদে গৃহীত হয়নি। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসে সুদীর্ঘকালের দাবী পূরণের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে জনতা সরকার যে বিল লোকসভায় উত্থাপন করেছিল তার দুটি বৈশিষ্ট্য হল- প্রথমত: – প্রধানমন্ত্রীকেও লোকপালের অনুসন্ধানের বা তদন্তের বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত করা। কারণ, অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময়ে প্রধানমন্ত্রী যেসব ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন তাতে প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের তদন্তের বাইরে রাখা সমীচীন হবে না বলে মনে করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: –তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্য চালাবার জন্য লোকপালের একটা নিজস্ব প্রশাসন যন্ত্র থাকবে।

১৯৮৫ সালের ২৬ আগস্ট 'লোকপাল' নিয়োগের উল্লেখ করে একটি নতুন বিল পুনরায় লোকসভাতে উত্থাপন করা হয়। ওই বছরেই ৩০ আগস্ট বিলটি যুগ্ম-সমীক্ষা সমিতিতে (Joint Select Committee) পেশ করা হয়। অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং তৎপরতার সঙ্গে 'Anti Defection Act' পাশ করা হয়েছিল ১৯৮৪-র ঠিক পরেই রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এসে তার উত্থাপিত বিলের সাথে ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলের কিছু পার্থক্য গড়ে তোলেন। যেমন জনতা সরকার তার লোকপাল বিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের, পার্লামেন্টের সকল সদস্যদের এবং মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও দূরব্যবহারের অভিযোগের তদন্ত বা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা লোকপালকে প্রদান করে। কিন্তু রাজীব গান্ধীর সরকার লোকপাল বিলে শুধুমাত্র মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির তদন্ত বা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা লোকপালকে প্রদান করে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যগুলির রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অমার্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকে লোকপালের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়। কিন্তু বিরোধীদের মতে, সরকারী কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত অর্থাৎ "Everyone in public life was prepared to submit himself to an impartial inquiry."

পরবর্তীকালে অবশ্য ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারীর দিকে লক্ষ্য রেখে বিলটিকে – ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০১ মোট আটবার সংসদে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। পরবর্তী কালে বিলটি সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয় ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারী। যদিও প্রতিবারই রাজনৈতিক দলগুলি একে আরও উন্নত ও সময়োপযোগী করতে যৌথ সংসদীয় কমিটি (Joint Committee of Parliament) বা কখনও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিভাগীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং কমিটিগুলির সুপারিশ সহ বিলটি পুনরায়

সংসদে পাঠানোর আগেই লোকসভার মেয়াদ ফুরিয়ে যায় বা ভেঙে দেওয়া হয়। অবশেষে, লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন 2013 সালে পাশ হয়। বিলটি 1লা জানুয়ারী 2014-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হয়েছিল এবং একই দিনে লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন, 2013 (এর নং 01) হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 2014)। আইনটি 16ই জানুয়ারী, 2014 এ কার্যকর হয়েছিল এবং এটির বিজ্ঞপ্তির পর থেকে 2016 সালে একবার সংশোধন করা হয়েছে।

লোকপালের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত সংস্থা দুটির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত বলে মনে করেছিল- প্রথমতঃ সুনিশ্চিতভাবে এঁদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এঁদের তদন্ত ও মামলার কার্যধারা গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং তদন্তের ধরণ হবে আনুষ্ঠানিক। তৃতীয়তঃ যতদূর সম্ভব এঁদের নিয়োগ হবে অরাজনৈতিক। চতুর্থতঃ দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকদের সমতুল্য মর্যাদা এঁদের দেওয়া উচিত। পঞ্চমতঃ অন্যায় আচরণ, দূর্নীতি বা পক্ষপাতিত্বের ঘটনা সমূহ এঁদের বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। ষষ্ঠতঃ এঁদের কার্যধারার ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ ঘটবে না এবং কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে তাদের অবাধ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা থাকা উচিত। সপ্তমতঃ সরকারের শাসন বিভাগের থেকে কোন ধরণের সুযোগ সুবিধা বা আর্থিক লাভের আশা করা এঁদের উচিত নয়।

লোকপালের নিরপেক্ষতা

লোকপালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য বিলটিতে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন-১) লোকপাল ভারতের প্রধান বিচারপতির সমতুল্য মান-মর্যাদা ভোগ করবেন। ২) লোকপাল পদে নিযুক্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীন বা কোন বাণিজ্যিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। ৩) লোকপালের নিয়োগ হবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, শাসকদল বা জোট সরকারের একতরফা কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয়। ৪) প্রমানিত অসদাচরন ও অক্ষমতার ভিত্তিতে পাঁচ বছরের কার্যাকালের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই পদাধিকারীদের অপসারন করা যায়। অভিযোগের পর বিচার করবে প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে প্রধান দুই বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের একটি দল। ৬) লোকপালের বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যায় বলে গন্য হবে।

লোকপালের এক্তিয়ার: প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ও সাংসদসহ কেন্দ্রীয় স্তরের সব রাজনৈতিক পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পারে 'লোকপাল'। জনপ্রশাসক ছাড়া যে কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিক পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তবে কাজটি সম্পাদনের দশ বছরের মধ্যে সে সম্বন্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল তদন্ত শুরু করবে এবং ছয় মাসের মধ্যে তার কাজ শেষ করতে হবে। অনুসন্ধান কাজ শুরু করার পূর্বে তিনি অভিযোগের ভিত্তি সম্বলিত একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে সেই কর্মচারীকে নিজস্ব মন্তব্য রাখার সুযোগ দেবেন। লোকপালের দেওয়ানি আদালতের সমতুল্য ক্ষমতা থাকায় তিনি যে কোন ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরার সমন পাঠাতে পারেন। লোকপাল প্রয়োজনে খানাতল্লাশি, আপত্তিকর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করনের নির্দেশও দিতে পারেন এবং প্রতিবছর তার কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিতে হয়। তিনি আদালতের কার্য্যালয় থেকে যে কোন সরকারী তথ্য ও নথি, প্রমানপত্র দাবি করতে পারেন। এবং সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য কমিশন গঠনের সুপারিশ করতে পারেন। তবে লোকপাল দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অথবা আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য ও সংবাদ চাইলেও পাবেন না। আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বা যে কোন রাজ্য মন্ত্রীসভা বা দিল্লী প্রশাসনের কার্যনির্বাহী কমিটির অকর্মণ্যতা বা অপশাসন সম্পর্কে জনগনের মনে অসন্তোষ জাগলেও সেই সংক্রান্ত কোন অভিযোগ খতিয়ে দেখার ক্ষমতা লোকপালের নেই।

কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লোকপাল বাবস্থাকে কেউ যাতে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে তারজন্য সুরক্ষামূলক কিছুব্যবস্থা নেওয়া

হয়েছে। তাই কোন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমানিত হলে অভিযোগকারীর দুই বছরের কারাদন্ড সহ পঞ্চাশ হাজার টাকার জরিমানার বিধান রয়েছে এই বিলে।

ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ সুবিচার আশা করে বিচারবিভাগের কাছে। কিন্তু অধস্তন আদালত সহ হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যেও বর্তমানে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে সাধারন মানুষের মন থেকে বিচারবিভাগের প্রতি আস্থা সরে যাচ্ছে। সে কথা মাথায় রেখেই সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকার বিচারবিভাগকেও লোকপালের আওতায় আনতে উদ্যোগী হয়েছিল। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ২০০১ সালে সংসদে পেশ করা হয় 'গ্রুপ অফ মিনিস্টারস্' এর কাছে। যদিও ২০০৫ সালে লোকসভায় বিলটিকে উত্থাপন করা হলেও এবিষয়ে কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

কিন্তু UPA- II সরকারের শাসনাকালে 2G স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস, আদর্শ সোসাইটি, কোল গেট দুর্নীতি ইত্যাদির মতো অনেক কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হয়েছিল এবং দেখা যায় দুর্নীতির কোন শেষ নেই। সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছিল। এই পটভূমিতে আন্না হাজারে এবং তাঁর অনুগামীরা 'জন লোকপাল' বিলকে কার্যকর করার জন্য আমরণ অনশন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটি শক্তিশালী লোকপাল প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া। আন্না হাজারের আন্দোলন সরকারকে লোকপাল বিলের প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য আন্নার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য করেছিল। অবশেষে, লোকপাল বিল ২০১৩ সালে সংসদ এর উভয় কক্ষ দ্বারা পাস হয় যা 2014 সালের আইনে পরিণত হয়ে ওঠে।

লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের জন্য কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে একটি বহু-সদস্যের দুর্নীতিবিরোধী কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। একজন চেয়ারপার্সন এবং আট সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত লোকপাল, যার অর্ধেক প্রাক্তন বিচারকদের মধ্য এবং অর্ধেক হবে এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের মধ্য থেকে এবং একটি নির্বাচন কমিটির সুপারিশে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন। লোকপালের নাম সুপারিশ করার জন্য বাছাই কমিটির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, লোকসভার বিরোধী দলের নেতা, ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং মনোনীত একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞের সমন্বয়ে একটি পাঁচ সদস্যের প্যানেল থাকবে। সভাপতি বাছাই কমিটির সুপারিশে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মনোনীত হতে পারেন। লোকপালের কাছে যে কেউ অভিযোগ করতে পারে। লোকপালের এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং এক মিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশী অনুদান গ্রহণকারী বেসরকারি সংস্থা এবং সমস্ত শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।

সশস্ত্র বাহিনী এবং বিচার বিভাগ ব্যতীত সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের এমনকি প্রধানমন্ত্রীও লোকপাল এর আয়ত্বাধীন থাকবেন। এই আইনে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ রয়েছে, এমনকি বিচার মুলতুবি থাকা অবস্থায়ও তা করা যাবে। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী এবং নির্ভরশীল সন্তানদের সম্পদ ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক। বিচার বিভাগকে বাদ দেওয়া হয়েছে এর আওতা থেকে এবং সংসদ সদস্যদের ক্রিয়াকলাপ এবং সংসদে তাদের ভোট প্রদানের বিষয়টিকে লোকপালের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। লোকপালের কাছে সিবিআই সহ যেকোন তদন্ত সংস্থার উপর নজরদারি ও নির্দেশনার ক্ষমতা থাকবে লোকপাল কর্তৃক তাদের কাছে উল্লেখ করা মামলাগুলির জন্য। কোনও তদন্ত সংস্থা তদন্ত শুরু করার আগেই লোকপাল কোনও সরকারি কর্মচারীকে তলব বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে যদি এটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা পায়। লোকপাল কর্তৃক উল্লেখিত মামলার তদন্তকারী সিবিআই-এর কোনো ডিরেক্টরকে লোকপালের অনুমোদন ছাড়া বদলি বা বরখাস্ত করা যাবে না। সিবিআই ডিরেক্টরকে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার একক বৃহত্তম দলের নেতা, ভারতের প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতার সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নির্বাচিত করা হবে যার মেয়াদ হবে দুই বছর।

২০১৪ -র লোকপাল আইনে লোকপালের অধীনে একটি পৃথক প্রসিকিউশন শাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসিকিউশন ডিরেক্টর সিবিআই ডিরেক্টরের অধীনে থাকবেন যিনি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনারের সুপারিশে দুই বছরের মেয়াদে নিযুক্ত হবেন। সরকারি কর্মচারীদের বিচারের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা লোকপালের রয়েছে। লোকপাল

কাজ পরিচালনার জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সংস্থার সহযোগিতা নিতে পারে। লোকপাল দ্বারা তদন্ত করা বা তার নির্দেশে তদন্ত করা মামলার বিচার শুরু করার জন্য কোনও পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এই আইনে লোকপালের একটি পৃথক তদন্ত শাখার ব্যবস্থা করা হলেও লোকপাল যদি মনে করে বিষয়টি সিবিআই বা অন্য কোনও সংস্থার দ্বারা তদন্ত করতে পারে। দুর্নীতির সর্বোচ্চ শাস্তি লোকপাল আইনে যেভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে সর্বাধিক দশ বছর এবং সর্বনিম্ন মেয়াদ হল দুই বছর। লোকপাল 'মিথ্যা, অযৌক্তিক বা উদ্বেগজনক অভিযোগ মিথ্যা প্রমানের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে।

লোকপাল আইনটি 1 জানুয়ারী 2014-এ একটি আইনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু জুলাই 2018 পর্যন্ত কোনও লোকপাল নিয়োগ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, 1 মার্চ 2018-এ লোকপাল নিয়োগের জন্য একটি সভা স্থির করা হয়েছিল। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস, নির্বাচন প্যানেলের সভায় উপস্থিত হতে অস্বীকার করে। যদিও ২০১৯ এর ১৯ শে মার্চ প্রাক্তন বিচারক পিনাকী চন্দ্র ঘোষ লোকপালের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

বিতর্কের কারণ

বিলটিতে এমনকতগুলি বিষয় আছে যেগুলিকে নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। যেমন প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে লোকপালের বিচার ক্ষমতায় রাখা উচিত হবে কিনা, সে প্রসঙ্গেই বিতর্ক সবথেকে বেশী। নীতিগতভাবে প্রতিটি জনপ্রতিনিধিদের মতো প্রধানমন্ত্রীর পদটিও লোকপালের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। কারণ আমাদের সংবিধান ও আইনের অনুশাসন বলে যে-কোনও নাগরিকই আইনের উর্দ্ধে নন, তার পদমর্যাদা যাই হোক না কেন। আবার অন্য মতাবলম্বীরা বলেন যে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির মতো সম্মানীয় পদকে লোকপালের আয়ত্তাভুক্ত করলে বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। অথচ সমকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পদকে এমনকি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম রাষ্ট্রপতির পদটিকেও লোকপালের এক্তিয়ারভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। আশা করা যায় প্রধানমন্ত্রীর পদটিকেও লোকপালের অন্তর্ভুক্ত রাখার স্বপক্ষে নির্দেশ দেবে 'গ্রুপ অফ মিনিস্টারস্'।

এছাড়া বিলটিতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী বলে অনেকে মনে করেন- যেমন, বিলটিতে বলা হয়েছে যে লোকপালের তদন্ত চলাকালীন তো বটেই এমনকি তদন্তের রিপোর্ট পার্লামেন্টের কাছে পেশ করার পর তিনমাস অতিবাহিত হওয়ার আগে অভিযোগকারীর পরিচয় এবং কর্মচারীর পরিচয় কোনও প্রকারের সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। এই ধরনের বিধান শুধু অগণতান্ত্রিকই নয়, জনগনের তথ্য জানার অধিকারের উপরেও একটি বড়ো আঘাত। তাই খাতায় কলমে লোকপালের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মহান আদর্শের কথা বলা হলেও বাস্তবে লোকপালকে তার তদন্তের জন্য সরকারী তদন্ত সংস্থাগুলির উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয়। এমনকি লোকপালের ক্ষমতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধঃ

1. কোন মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থায় ভারত সরকার ও কোন বৈদেশিক সরকার বা কোন আর্ন্তজাতিক সংগঠন বা রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক বা লেনদেনের ক্ষতি হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা।
2. ১৯৬২ সালের Extradiction Act বা ১৯৬৪ সালের Foreighners Act অনুযায়ী কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ।
3. অপরাধের তদন্তের উদ্দেশ্যে বা পাশপোর্টসহ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গৃহীত সরকারী ব্যাবস্থার সংক্রান্ত বিষয়।
4. কোন বিষয় আদালতে পেশ করা হবে কিনা।
5. চুক্তির দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে অযথা হয়রানি বা বিলম্বের অভিযোগগুলি ভিন্ন প্রশাসন কর্তৃক সম্পাদিত ক্রেতা বা সরবরাহকারীদের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তির বিষয়ে।
6. নিয়োগ, বেতন, অপসারণ, শৃঙ্খলা, পেনশন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী কর্মী সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা
7. সম্মান ও পুরস্কার বিতরনের বিষয়ে।
8. প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের স্ববিবেচনামূলক সিদ্ধান্তের বিষয়ে।
9. সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিচারবিভাগীয় ট্রাইব্যুন্যালে আপীল করার অধিকারের বিষয়ে।

10. কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির যদি আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবার সম্ভাবনা থাকে সেই বিষয়ে।
11. অভিযোগ দাখিলের ১২ মাস আগেই যদি কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে তা হলে লোকপাল তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। শুধু তাই নয় লোকপাল কতটা আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে তাই এই পদটির কার্যকারীতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

লোকপাল সংস্থা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হিসাবে এসেছে। লোকপাল হল ভারতের সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামোতে যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল তা কমানোর একটি অস্ত্র। লোকপাল নিয়োগকারী কমিটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত যারা লোকপালকে রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে রাখতে সচেষ্ট হতে পারে। 'বিশিষ্ট আইনজ্ঞ' বা 'একজন সততাবান ব্যক্তি' যে কে তা নির্ধারণ করার কোনো মানদণ্ড নেই। লোকপাল আইন অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা যাতে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে সে বিষয়টিকে নিশ্চিত করতেই লোকপালের গঠন। কিন্তু অভিযোগের উপযুক্ত প্রমান না পেলেও যদি অভিযোগকারীর আর্থিক জরিমানা বা কারাবাসের মতো শাস্তির বিধান হয়, তাহলে কেউই আর অভিযোগ দায়ের করতে এগিয়ে আসবে না। এতে লোকপাল গঠনের মূখ্য উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। বিচার বিভাগকে লোকপালের আওতা থেকে বাদ দেওয়া সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি এটিও অস্বীকার করা যায় না কোন ভাবেই।

লোকপালের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। লোকায়ুক্ত নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন দ্বারা সিবিআই-এর ডিরেক্টর বাছাই প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল তার মাধ্যমে সিবিআই-এর কার্যকরী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা পূরণ করা হয়েছে। লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইনের ক্ষেত্রে কোন অপরাধ যে তারিখে সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় তার সাত বছর পরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নথিভুক্ত করা যাবে না। তদুপরি, লোকপাল এবং লোকায়ুক্তকে অবশ্যই আর্থিক, প্রশাসনিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন করতে হবে। লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত নিয়োগ অবশ্যই স্বচ্ছভাবে করা উচিত যাতে সঠিক ব্যক্তিকেই ঐ পদে মনোনীত করা যায়। তা না হলে লোকপাল ও লোকায়ুক্তের মত প্রতিষ্ঠানের অপপ্রয়োগ জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

উপসংহার

উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতি উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। সেই কারণে দুর্নীতি দূর করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিৎ।১৯৬০ এর দশক থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা ২০১৩ সালের 'লোকপাল' আইনের মধ্যদিয়ে অনেকটা পথ অগ্রবর্তী হতে পেরেছে। এই লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন রাজ্য স্তরে লোকায়ুক্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে 'লোকপাল' ভারতবর্ষে দুর্নীতি রোধে আইনসভার একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। এই বিলটি যখন আইনে পরিণত হয়ে গেছে তবে তার সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা। বর্তমানে ভারতের রাজনীতিতে যেভাবে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, দূর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অপশাসন মাথাচাড়া দিয়েছে তাতে লোকপাল তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করলে ভারতীয় রাজনীতিতে হয়ত সুদিন ফিরে আসবে, ফিরে আসবে মূল্যবোধ এবং সমগ্র দেশের প্রশাসনিক দক্ষতার স্তর যুক্তিসংগতভাবে উচ্চপর্যায়ে পৌছবে। লোকপাল বা লোকায়ুক্ত নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল রাজনীতি ও প্রশাসনিক অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করে জনজীবনকে আলোর দিশা দেখানো। লোকপালের এক্তিয়ার, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। 'লোকপাল' আইনের কার্যকারিতার জন্য এই বিভাগগুলি সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কারণ এইসব অসঙ্গতি বিরাজ করলে তা সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। আসলে দুর্নীতি এতই ব্যাপক, সর্বত্র পরিব্যপ্ত এবং আমাদের নৈতিকভিত্তি এতই দুর্বল, আর প্রতিষ্ঠানসমূহ এতই বিকৃত হয়ে পড়েছে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। তাই লোকপাল পদটিকে যথার্থ অর্থেই 'লোকপাল' অর্থাৎ 'জনগণের প্রতিপালক' করে গড়ে না তুললে সাধারণ মানুষ সুবিচারের আশায় দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াবে আর বিচারের বাণী চিরকালই নীরবে নিভৃতে কাঁদবে।

তথ্যসূত্র

1. Arora RK, Goyal R. Indian Public Administration: Institutions and Issues. New Delhi: New Age International Publishers; c2013.
2. Bhattacharya M. Public Administration: Structure, Process and Behaviour. Calcutta: World Press; 1981.
3. Dhal S. Indian Ombudsman. In: Biswal T, editor. Governance and Citizenship. New Delhi: Viva Publishers; c2015.
4. Godbole M. Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Governance. New Delhi: Orient Blackswan; c2003.
5. Government of India. Second Administrative Reforms Commission (15th Report), State and District Administration; c2009 [cited 2022 May 12]. Available from: https://www.darpg.gov.in/sites/default/files/sdadmin15.pdf
6. Jha RR. India's Anti-corruption Authorities: Lokpal and Lokayukta. Indian J Public Adm. 2013;64(3):502–517.
7. Jha UK. Tackling the Menace of Corruption: Need for A Broad Framework. Indian J Polit Sci. 2014;75(4):633-640.
8. Johri A, Bhardwaj A, Singh S. The Lokpal Act of 2014: An Assessment. Econ Polit Wkly. 2014;49(5):10-13.
9. Kumar A. The Jan Lokpal Andolan and alternate politics: Symbiotic interactions, vernacular publics, and news media in the Jan Lokpal Andolan. In: Neyazi *et al*., editors. Democratic Transformation and the Vernacular Public Arena in India. Routledge; c2014. p. 111-128.
10. Maheshwari SR. The evaluation of Indian Administration. Agra: Lakshmi Narain Agarwal; c1970. p. 269-270.
11. Rai H, Singh S. Ombudsman in India: A Need for Administrative Integrity and Responsiveness. Indian J Polit Sci. 1976;37(3):43-63.
12. Rao NB. Good Governance: Delivering Corruption-Free Public Services. New Delhi: Sage Publishers; c2013.
13. Sharma M. Indian Administration. New Delhi: Anmol Publications; c2004.
14. Sikri SL. Indian Government and Politics. New Delhi: Kalyani Publishers; c1989.
15. Singh H, Singh P. Indian Administration. New Delhi: Pearson; c2011.
16. The Gazette of India, Part –II, Section-I. January 1, 2014. Ministry of Law and Justice; [cited 2022 May 12]. Available from: https://dopt.gov.in/sites/default/files/407_06_2013-AVD-IV-09012014_0.pdf
17. The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. [cited 2022 May 12]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lokpal_and_Lokayuktas_Act,_2013
18. Verma A, Sharma R. Combating Corruption in India. Cambridge: Cambridge University Press; c2018.